গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
মতামত অনুবিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ এর মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ	:	২৯ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৭২৭ নং কক্ষ), আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি	:	উম্মে কুলসুম যুগ্ম সচিব (মতামত) ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ কমিটি।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি জানান যে, গত ১৭ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের এপিএ'র খসড়া APMAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং দপ্তর-সংস্থা সমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত এপিএ প্রণয়নসহ উর্ধ্বতন অফিসের সাথে এপিএ স্বাক্ষরের কাজ ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করবে। বর্ণিত পত্রের বরাতে তিনি আরো জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা সমূহ আগামী ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র চূড়ান্ত মূল্যায়ন APMAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করবে।

তিনি জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে কভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে গত অর্থ বছরের এ বিভাগের কাঙ্খিত অর্জন সম্ভবপর হয়নি। তবে বর্তমান অর্থবছরে তিনি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যেক শাখা-অধিশাখা, দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তাদের স্বীয় দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের তাগিদ দেন।

১) বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সভাপতি মহোদায় জানান যে, বিচার কার্যে সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মকর্তা/কর্মচারী. পাবলিক প্রসিকিউটরগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সঠিক ও যোগ্য প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। সেকশন-৮ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, চলতি অর্থবছরে সর্বমোট ৪৫ জন বিচারক ও কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৪৫ জন পাবলিক প্রসিকিউটর দের প্রশিক্ষণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তবে কভিড-১৯ এর কারণে ১ম ত্রৈমাসিকে কাঙ্খিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব না হলেও পরবর্তী ত্রৈমাসিকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। সভাপতি উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদানপূর্বক বিচারক, কর্মচারী, প্রসিকিউটরদের অনলাইন/অফলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আদালত পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২) বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সভাপতি মহোদয় জানান যে, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের সরকারী অর্থে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রাপ্ত আবেদনকারীর সংখ্যা ৯২,০০০ জন নির্ধারিত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, এ কোয়ার্টার থেকে জেলা পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হতে আগত প্রতিনিধি আশা ব্যক্ত করেন যে, ৬৪ জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করায় এ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মানুষকে লিগ্যাল এইড প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ

সভাপতি মহোদয় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার ও সহকারীদের মধ্য হতে নির্ধারিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে আগত প্রতিনিধি জানান যে, এ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ আয়োজন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে অনলাইন প্রশিক্ষণও আয়োজন করা হতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এপিএ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধক-কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তিনি বর্তমানে দেশের কোভিড পরিস্থিতি জনিত কারণে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং যথাসম্ভব জনসমাগম এড়িয়ে চলতে সকলকে অনুরোধ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া ২০২০-২১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-২:নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনলাইন/অফলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩: বিভিন্ন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত-৪: জরুরী ভিত্তিতে জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, সহায়ক কর্মচারী ও দলিল লিখক-দের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

২৯/০৭/২০২০
উম্মে কুলসুম
যুগ্ম সচিব (মতামত)
ও
ফোকাল পয়েন্ট
এপিএ কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

নং-

তারিখঃ ১৪ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৯ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১/২), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (মতামত), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
৫। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইন ও বিচার বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি